বিশ্ব বাজারে অর্থ বিশ্বের দুশ্চিন্তা

আমাদের উপাত্ত সীমান্ত অতিক্রম করে যায় এবং তৎপর স্প্যামাররা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে গোপনীয়তা আইনে ব্যবধান বিস্তর – যা দুশ্চিন্তার বিষয়। তাই, আজকে বিশ্ব জুড়ে স্প্যাম প্রতিহত এবং উপাত্ত রক্ষা করা ইন্টারনেট ও হ্যান্ডসেট ব্যবহারকারীদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিগত অণুপ্রবেশের পর কোনো একটি কোম্পানি আক্রমনমূলক ই-মেইল, কল বা ব্যক্তিগত সফরের মাধ্যমে এ ধরনের উপাত্ত পেয়ে যেতে পারে, যা উদ্বেগের ব্যাপার।

গারটনারের গবেষণা পরিচালক ওয়ালটার জানোস্কি বলেছেন, 'কোম্পানির উপাত্ত অনেক স্থানে ছড়ানো ছিটানো থাকতে পারে। তথ্যের প্রচার যতো বেশি হয়, নিরাপত্তায় ফাঁক-ফোকর সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা ততো বেশি।'

অবশ্য সুখবর আছে। সরকারগুলো সীমান্ত অতিক্রমী চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন যাতে সীমান্ত পেরিয়ে স্প্যাম করা নিষিদ্ধ হতে পারে' বিশ্বের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ব্যক্তিগত উপাত্তের অনুমোদিত ব্যবহার বন্ধে আইন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন (অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ও অনেক ইউরোপীয় দেশের ইতিমধ্যেই এমন আইন রয়েছে) এবং বড় বড় কোম্পানি গ্রাহকের গোপনীয়তা আইন জোরদার করেছে।

উদাহরণ হিসেবে, চলতি বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যক্তিগত উপাত্ত ও ই-যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশনার ফলে স্প্যাম শুরু হওয়ার আগেই বড় বড় বিপণনকারী নতুন লক্ষ্যস্থল থেকে সবুজ সঙ্কেত পাবে। অক্টোবর থেকে এটা চালু হচ্ছে। জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় ইতোমধ্যেই স্প্যামরোধক আইন হয়েছে।

সকল বিপণনকারী এসব অগ্রগতিকে স্বাগত জানাচ্ছে না। তাদের ধারণা, এসব প্রয়াস তাদের অধিক ক্রেতা আকর্ষণের প্রচেষ্টাকে সীমিত করতে পারে। তারা উপলব্ধি করে যে, যাদের তারা নিজেদের আয়ত্তে আনতে চাইছে তাদের আস্থার ওপর গ্রাহকের আনুগত্য নির্ভর করে; কিন্তু কুখ্যাত স্প্যামারদের হটানো কষ্টকর, শক্তি ফুরিয়ে এলে তারা ভুল বানান বা মূল মেইল জাল করে বা পরিচালন কার্যক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন কৌশল অবলম্বন করে ফিল্টারে ঢুকে পড়ে। বেশির ভাগ স্প্যামার উৎপত্তি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকশ' বৃহৎ স্প্যামার থেকে এবং তারা আইন এড়ানোর জন্য এশিয়া বা লাতিন আমেরিকার সার্ভারদের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হারে স্প্যাম পাঠাচ্ছে।

বহুপক্ষীয় সমাধান আসছে

দেশসমূহের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তবে মন্থর গতিতে; সার্ভার তাদের ইন-বাক্সে অযাচিত ই-মেইলের জটলা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলে স্প্যাম করার কাজে নিয়োজিত বলে সন্দেহভাজন সার্ভার বন্ধ করে দেয়া হয়। উদীয়মান অর্থনীতির গোড়ার দিককার গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক স্বল্পসংখ্যক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা রাশি রাশি অবাঞ্চিত বিপণন বার্তা পায়। যার অনেকগুলোর উৎসই বিদেশে। আর ইউরোপের সাইবার অপরাধ সনদ পরিষদ জাতীয় আইন ও অপরাধের সমন্বয় এবং একটি দ্রুত ও কার্যকর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছে। অন্যান্য ধারনার মধ্যে রয়েছে সাইবার অপরাধ বিষয়ক তথ্যের একটি আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং হাউজ, এ ধরনের স্পর্শকাতর তথ্যের অবমুক্তি জনগণের আস্থা ক্ষুন্ন করতে পারে বা ব্যর্থতা তুলে ধরতে পারে এমন আশঙ্কায় সরকারগুলো তা বিনিময়ে তেমন আগ্রহী নাও হতে পারেন ভেবে সম্ভবত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর ক্লিয়ারিং হাউজের তদারকি ন্যস্ত হতে পারে। সমাধানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ মান পুনরায় আবিভূত হতে পারে বলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ন।

আগ্রহী ব্যবসার মডেল আবির্ভূত হচ্ছে, যদিও অনেক স্প্যাম-বিনাশক এ ধরনের প্রকল্পের পেছনে দীর্ঘমেয়াদী ফলপ্রসূতা (ও নৈতিকতা) সর্ম্পকে সন্দিহান।

একটি চমৎকার ধারনা এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে, সেখানে স্ট্যান্ডফোর্ড বিজনেস স্কুলের প্রফেসর লরেন্স লেসিগ পলায়নপর সাইবার তস্করদের ধরার জন্য 'পুরস্কার' দেয়ার জন্য প্রস্তাব করেছেন। ই-গোয়েন্দারা পূর্ব দিনের গড়িয়ে আসা ওয়েব উদ্যোক্তাদের সারি থেকে ধৃত স্প্যামারের ওপর আরোপিত জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

পরিশেষে বেশ কয়েকটি খাত ও বহু স্বার্থসংশিষ্টের কাছ থেকে একটা কার্যকর সমাধান হয়তো আসতে পারে। আজকের আর্তচিৎকার যদি নিনাদে পরিণত হয় এবং আইনের যদি ফলপ্রসূ প্রয়োগ হয়, তাহলে যেসব কোম্পানি স্প্যাম বা গ্রাহকের উপাত্তের জন্য অন্য ধরনের প্রশ্নসাপেক্ষ কৌশল ব্যবহার করে তাহলে সম্ভাব্য গ্রাহক এ ধরনের কোম্পানিকে বর্জন করতে পারে, এর ফলে স্প্যামার ও অর্থনীতিকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানকারীদের আকর্ষণীয় সুযোগের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে (সম্ভাব্য গ্রাহকের আড়াল করার সবচেয়ে সস্তা উপায় স্প্যাম করা)। উদাহরণ হিসেবে, অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় তথ্য অর্থনীতি দফতর গত এপ্রিলে দেখেছে যে, স্প্যামকৃত প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটি ই-মেইল বার্তা বড় বড় কোম্পানি থেকে এসেছে।

আইটিউ'র শ বলেছেন, 'এই বাস্তব জগতে মানুষ খারাপ কাজ করে এবং যোগাযোগের প্রতিটি মাধ্যমের অপব্যবহার করা হয়েছে। বুনো পশ্চিম তীরে সঙ্কেত-ধ্বনি, ভল্ট, নিরাপত্তা প্রহরী, আইন, পুরস্কার ও দণ্ডের মাধ্যমে চৌর্যবৃত্তি প্রতিহত করা হয়েছে। কেবল একটি নয়, কয়েকটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে স্প্যামারের সমাধান হবে। বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন বিশ্ব সমাজের জন্য এসব ব্যবস্থার মজুত প্রতিপাদন করে আমাদের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল অথচ আমাদের গোপনীয়তা রক্ষার অনুকূল একটি অধিক নিরাপদ অন-লাইন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছে।